মেহেরপুরে হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা গ্রামে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দক্ষিণ শালিকার ফিল্ড পাড়ার মৃত মাতম আলীর ছেলে মোঃ আবুল বাছাদ (৩৬), ক্লাব পাড়ার মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ ইকরামুল হক (৪৫)।

জানা গেছে, দক্ষিণ শালিকা গ্রামের মোঃ তাহাজ উদ্দিনের বাড়ির পূর্ব দিকে মোঃ মনিরুলের আমবাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে একটি বোরিংয়ের পাশ থেকে মোট ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ও র্যাব এর যৌথ অভিযানে ঢাকা আশুলিয়া থেকে ধর্ষণ মামলার পালাতক আসামি দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক সাজিদ হাসান কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ভোড় ৪ টার দিকে ঢাকা র্যাব-৪ এর সহযোগীতায় আশুলিয়া থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার শেষে তাকে দুপুরেই দামুড়হুদা মডেল থানায় আসামিকে হস্তান্তর করা হয়। মোঃ সাজিদ হাসান (৪০) দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত মদনা গ্রামের মোঃ ওহিদুজ্জামান এর ছেলে, বর্তমানে দামুড়হুদা গুলশানপাড়া (আত্মবিশ্বাস এনজিও’র বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলার ভাড়াটিয়া) এবং দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের পদার্থ

বিজ্ঞানের প্রভাষক। এঘটনায় ইতিপূর্বেই উক্ত শিক্ষককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

থানা সুত্রে জানাগেছে, বিগত ২০২০ খ্রিঃ সালে বাদী মোছাঃ সাবরিনা আক্তার শান্তনা দামুড়হুদা থানাধীন ‘দামুড়হুদা পাইলট গালস স্কুল এন্ড কলেজ’এ ৯ম শ্রেণীতে লেখা-পড়াকালীন সময় থেকে উক্ত আসামীর নিকট প্রাইভেট পড়ে আসছিল। বাদী ৯ম শ্রেণীতে লেখা-পড়াকালীন সময়ে উক্ত আসামী বাদীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় কিন্ত সে বাদীর শিক্ষক হওয়ায় এবং বাদীর থেকে বয়সে অনেক বড় হওয়ায় বাদী আসামীর প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হয়না। পরবর্তীতে আসামী বিভিন্ন কৌশলে বাদীকে তার প্রেমের জালে ফাসাঁয় এবং বাদীকে বিয়ের প্রলোভন সহ বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলাইয়া বাদীর সাথে শারিরীক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

আসামী প্রায় তার প্রাইভেট পড়ানোর রুমে বাদীকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করতো। বিগত ২০২০ খ্রিঃ হতে অদ্যাবদি উল্লেখিত আসামী বাদীকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলাইয়া বহুবার ধর্ষণ করেছে। সর্বশেষ ঘটনার দিন গত ০১/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ বিকাল অনুমান সাড় ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন দামুড়হুদা গুলশানপাড়া গ্রামস্থ জনৈক কুতুব মাস্টারের বাড়ীর নিচতলা আসামীর ভাড়া নেওয়া প্রাইভেট পড়ানোর রুমের মধ্যে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে বাদীকে ধর্ষণ করে মর্মে বাদী তাহার এজাহারে উল্লেখ করেন। সার্বিক তদন্তে ও ধৃত আসামী’কে জিজ্ঞাসাবাদে উল্লেখিত আসামী অত্র মামলার ঘটনার সাথে জড়িত আছে মর্মে প্রাথমিক তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে।

এছাড়া তদন্তকালে আরও জানাযায় যে, ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রী এবং অভিভাবক যৌন নিপীড়ন এর লিখিত অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর দাখিল করেছিলেন, যাহার একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ধৃত আসামীকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় অর্থদন্ড প্রদান করেন এবং অন্যান্য অভিযোগ গুলি লিখিত ও মৌখিকভাবে সতর্ক করে। উক্ত আসামীকে নিয়ে শিক্ষক, ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।বর্তমানে মামলাটির তদন্ত চলছে। দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং—১৮, তাং—২৫/০৪/২০২৫ খ্রিঃ, ধারা— ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯(১)।
এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, ঢাকা আশুলিয়া থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বিশেষ অভিযানে আনিচুর রহমান (৩০) নামে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আনিচুর রহমান মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত সাদ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে আজ সোমবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার-২

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত মারামারি মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। আজ রবিবার সকালে ও বিকালে তাদের দুইজনকে আলাদা ভাবে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী আরিফুল দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজাহার দায়ের করে। এরই প্রেক্ষিতে দুইজন এজাহার নামীয় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলো জয়রামপুর গাতিরপাড়ার মৃত লালু মন্ডল এর ছেলে মোঃ আজিত (৪৫) এবং আজিত এর ছেলে মোঃ নাঈম হোসেন (১৯)।

জানাগেছে, গত ০৮/০৫/২০২৫ইং তারিখে জয়রামপুর মালিথা পাড়ার মোঃ আক্তার হোসেন (৫৫) এর ছেলে আরিফুল মোটরসাইকেল যোগে তার পিতাকে নিয়ে জয়রামপুর ইস্টিশন থেকে বাড়ি ফিরছিলো। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ের জের ধরে আসামিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের মোটরসাইকেল

রোধ করে এবং পিতা পুত্রকে এলো পাতাড়ি মাথাই কুপিয়ে মারাত্মক যখন করে।

যার ফলে আক্তার হোসেন এখন রাজশাহী মেডিকেলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। গতকাল লাইফ সাপোর্টে আক্তার হোসেন এর মাথায় একটা বড় ধরনের অপারেশন করা হয়েছে। শুধু তাইনা তার শরীরে নাকি এসিড মারা হয়েছে। যার কারণে যেখানে এসিড লেগেছে সেখানে পুড়ে গেছে। শরীরে এসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আরিফুল নিজেও আক্রমণের স্বীকার হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী আরিফুল দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজাহাদার করে। বিষয়টি আমলে নিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ দুইজন এজাহার নামীয় আসামিকে গ্রেফতার করে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ের মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল একজনকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয় এবং আজ একজনকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঝিনাইদহে হামলা ও গ্রেফতার আতংকে বাড়িছাড়া অর্ধশত পরিবার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে অন্তত অর্ধশতাধিক পরিবার। ফাঁকা হয়ে যাওয়া এসব বাড়িতে চলছে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি সংঘর্ষে দু’জন নিহত হওয়ার পর থেকে নিহতদের অনুসারীরা প্রতিশোধের নামে নিরীহ মানুষের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে। সংঘবদ্ধভাবে ভাঙচুর করা হচ্ছে আসবাবপত্র, লুটে নেওয়া

হচ্ছে ঘরের মালামাল। এমনকি গৃহপালিত পশু-গরু, ছাগল পর্যন্ত জোর করে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এই তাণ্ডবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওই গ্রামের সামাজিক নেতা আলিম উদ্দিন, নায়েব আলী ও শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদুল সুরী। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হামলায় অংশ নিচ্ছেন মজিদ সর্দার, মস্ত সর্দার, রুবেল, মারুফ, আতর বিশ্বাস, সবেদ আলী, বিল্লাল মোল্লা, মাজেদ বিশ্বাস, সাইদুল বিশ্বাস, মিহির বিশ্বাস, সামারুল বিশ্বাস, সোহান, বল্টু, সাহেব, শিমুল, টিকারী গ্রামের শিপন, রিয়াজ ওরফে চন্নু এবং বনকুমড়া এলাকার ইমরোজ।

ভুক্তভোগীদের দাবি, বর্তমানে গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের অস্থিতিশীল। বহু পরিবার নারীদের সন্তানসহ নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ।
একাধিক পরিবার অভিযোগ করেছে, যারা নিরীহ তারা আজও হামলা ও গ্রেফতারের আতঙ্কে বাড়িতে ফিরতে পারছে না। অথচ

প্রতিপক্ষরা লুটপাট, তাণ্ডব চালালেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এখনো পুলিশ মোতায়েন করা আছে। কোন প্রকার লুটপাট বা ভাংচুর রোধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার সকালে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে নাঈমুল ইসলাম (৩৪), আমদহ গ্রামের সুকুর আলীর ছেলে রশিদুল ইসলাম ওরফে রাশিদ (৩৬), হঠাৎপাড়ার মোনাজাত আলীর ছেলে শাহাবুদ্দিন (৪২), নতুন মদনাডাঙ্গার মৃত জমির মাস্টারের ছেলে মুস্তাক আহম্মেদ (৪২), শোলমারী গ্রামের তমসের আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন মোফা (৪২), গাংনী উপজেলার জোড়পুকুড়িয়ার অফেজ উদ্দিনের ছেলে ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ফয়সাল হোসেন (৪৪), তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি, রামদেবপুর গ্রামের মৃত ইউসুব মণ্ডলের ছেলে মোজাম্মেল হক (৪৬), মাগুরা সদর উপজেলার সাচানি রাউতাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রাজু আহম্মেদ (২২), মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুল ইসলামের ছেলে মো. মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মো. রুবেল (২৮), ভবেরপাড়া গ্রামের আবদার আলীর ছেলে মো. এনামুল হক (৪৪)।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাগোয়ানের কাহিরুল ছেলে মোঃ মিঠুন (৩২),

বিশ্বনাথপুরের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ রুবেল (২৮), মাঃ নং ৪(৪)২৫ এবং ভবেরপাড়ার মোঃ আবদার আলীর ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪৫), (জিআর ১৫১/২৩,এবং সি আর ৫৪৮/২৫)।

গ্রেফতাকৃতকে বুধবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা করা হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৫(পাঁচ) জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনঃ-
মোঃ শিপন মিয়া (৪০) পিতা- মোঃ আবু তালেব, মাতা- বেলাজান, সাং- গাড়াবাড়ীয়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সভাপতি, তাঁতীলীগ, কাথুলী ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ হাফিজুর রহমান (৫৬) পিতা- মৃত হাসেম, মাতা- মৃত হালিমা খাতুন, সাং- পীরতলা বিলপাড়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সেক্রেটারী, কৃষকলীগ, কাজীপুর ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ সোহরাব হোসেন, পিতা- মৃত সৈয়দ আলী, সাং- বামন্দী, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর (সি আর ৯০/২৫ গ্রেফতারী পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। আকলিমা খাতুন, স্বামী- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাং- ধানখোলা উত্তরপাড়া, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (সি আর ৯৪২/২৪ পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। মোঃ লাল্টু বিশ্বাস (৪৩) পিতা- মৃত আক্কাছ আলী, সাং- লক্ষীনারায়নপুর (ধলা), থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৪)২৫ মুলে গ্রেফতার)

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুরে আল্লাহ ও ধর্ম নিয়ে কটুক্তিকারী দুজন গ্রেফতার

মেহেরপুরে ধর্ম ও আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তি ও ফিলিস্তিনি হামলার স্বপক্ষে পোস্টদানকারী দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার তাদেরকে গনপিটুনী দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয়রা। তাদের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা হওয়ায় ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের মশিউর রহমান কালুর ছেলে চঞ্চল মাহামুদ(২৯) ও গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের বাবলু রহমানের ছেলে হাফিজুল ইসলাম(২৭)।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফিলিস্তিনে হামলার স্বপক্ষে কথা বলায় এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করায় চঞ্চল মাহমুদ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে চঞ্চলের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাই বক্তারা। মানববন্ধন করার আগেই পুলিশ চঞ্চল মাহমুদকে গ্রেফতার করে।

অপরদিকে মানববন্ধন চলাকালে সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে কটুক্তি করার হাফিজুর রহমান নামে এক যুবককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগণ।

এদের দুজনের বিরুদ্ধে সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দুই পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মাদক মামলায় ৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত মো. পল্টু হোসেন (৩৫) এবং পারিবারিক মামলায় এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত কামরুজ্জামান শিহাব (২৮)।

পল্টু হোসেন গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে এবং শিহাব গাংনী শহরের থানাপাড়া এলাকার কালাম আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের দুটি পৃথক দল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের শেষভাগে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, পল্টু হোসেনের বিরুদ্ধে হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় দায়ের করা জিআর ১৯/১৩ নম্বর মামলায় আদালত তাকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেন। অপরদিকে, কামরুজ্জামান শিহাব পারিবারিক বিরোধজনিত সিআর ৩১৭/২৩ নম্বর মামলায় এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি।

বুধবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।